ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1401-1409
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.360

অভাব পদার্থ সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসকদের অভিমত: একটি তুলনামূলক আলোচনা

টিংকু মণ্ডল, *স্বাধীন গবেষক, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In this paper, I have tried to explain abhāva in the context of Nyāya–Vaiśeṣika philosophy and Mīmāṁsā philosophy. In Indian philosophy, abhāva is considered a padārtha. However, some schools of Indian philosophy accept abhāva as a padārtha, while others do not. The absence of something is called abhāva. The knowledge expressed in the statement "there is no pot" is the knowledge of abhāva. The Nyāya–Vaiśeṣika school accepts abhāva as a distinct entity. According to them, abhāva is also a padārtha, like dravya, guṇa, karma, sāmānya, samavāya, and viśeṣa, since non-existence can be the object of our knowledge.
According to Nyāya, abhāva is known through perception. On the other hand, the Prābhākara school does not accept abhāva as an independent padārtha, whereas the Bhāṭṭa school accepts it as an independent padārtha. According to the Bhāṭṭa view, abhāva is known through anupalabdhi pramāṇa.
In this paper, I examine which view of abhāva is more acceptable through a comparative study of Nyāya–Vaiśeṣika philosophy and Mīmāṁsā philosophy.

Keywords: padārtha, abhāva, nyāya–vaiśeṣika, mīmāṁsā, perception, anupalabdhi pramāṇa

বৈশেষিক দর্শন হল ভারতীয় দর্শনের অন্যতম একটি দর্শন সম্প্রদায়। এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি কনাদ। বৈশেষিক দর্শনের মূল তত্ত্ব হল পদার্থ তত্ত্ব। এই দর্শনে জগতের ব্যাখ্যা পদার্থের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। বৈশেষিক দর্শনে মোট সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করা হয়েছে। এই সাত প্রকার পদার্থের মধ্যে সপ্তম তথা সর্বশেষ পদার্থ হল অভাব পদার্থ। প্রসঙ্গত তাঁরা পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন— ভাব পদার্থ ও অভাব পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় হল ভাব পদার্থ; আর এই ছয়টি ভাব ভিন্ন পদার্থই হল অভাব পদার্থ। এখন আমাদের জানতে হবে যে পদার্থ বলতে কি বোঝায়? পদার্থ হল— "পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ"। অর্থাৎ পদের দ্বারা যে বিষয়কে বোঝানো হয় তাই হল 'পদার্থ'। অন্যভাবে বললে পদের অর্থ হল 'পদার্থ'। তবে এখানে 'বিষয়' বলতে বাস্তব বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, কোন অলীক বিষয়কে নয়। কেননা অলীক বস্তু জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হয় না। সুতরাং পদের দ্বারা যে বাস্তব বিষয়টি জ্ঞানের বিষয় হয় তাই হল পদার্থ। 'ঘট' পদটি যে বিষয়কে বোঝায় তাই হল ঘট পদার্থ। 'ঘট', 'পট', 'বই', 'কলম' ইত্যাদি শব্দকে পদ বলা হয়। এই পদ যে বস্তুকে বোঝায়, তাই তার অর্থ। তাই ঘট, পট, বই ইত্যাদি বস্তুই হল পদার্থ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় অভাব কিরূপে পদার্থ বলে গণ্য হতে পারে ? কেননা অভাবের অর্থই হল না থাকা।

এক্ষেত্রে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন বস্তুর অস্তিত্ব যেমন আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় তেমনি বস্তুর না থাকা অর্থাৎ নাস্তিত্বও জ্ঞানের বিষয় হয়। তাই অভাব পদার্থ রূপে স্বীকৃত। 'ঘট নেই'- এই রূপ পদ উচ্চারণের দ্বারা ঘটের নাস্তিত্বকে বোঝানো হয়। এবং ওই পদ উচ্চারণের দ্বারাই ঘটের অভাবের জ্ঞান হয়। এই ঘটাভাব জ্ঞানের বিষয় হয় ঘটের নাস্তিত্ব। তাই ঘটের নাস্তিত্ব এক প্রকার পদার্থ। যে বিষয়ে অভাব থাকে তাকে বলা হয় প্রতিযোগী এবং যে স্থলে বা স্থানে অভাব থাকে সেই স্থলটি বা স্থানটি হল ওই অভাবের অনুযোগী। ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন যে, অভাবকে পদার্থরূপে স্বীকার না করলে "টেবিলে বই নেই", "ভূতলের ঘট নেই" ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হত না।

অনেক দার্শনিকগণ বলেন যে, বৈশেষিক দর্শনে ছয়টি পদার্থ স্বীকৃত, অভাব কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। কেননা সূত্রকার ও ভাষ্যকার কেউই অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলে উল্লেখ করেননি। কিন্তু নব্য ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন পদার্থ সাতটি। তাঁরা বলেন বৈশেষিক সূত্রে অভাবের উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে— "কারণাভাবাৎ কার্যাভাবঃ ন তু কার্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ"[১]। সূত্রকার কণাদ অভাব স্বীকার করেছেন শুধু তাই নয়, অভাবের বিভাগও দেখিয়েছেন— "ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবৎ প্রাগসৎ"[2]। আবার মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে বলেছেন— "নাভাবপ্রামাণ্যং প্রেময়াসিদ্ধেঃ"[৩]। সৃষ্টি ও সংহার প্রকরণে প্রাগাভাব, ধ্বংসাভাব ও অন্যোন্যাভাবের উল্লেখ আছে। সুতরাং মহর্ষি কণাদ ও মহর্ষি গৌতম অভাব পদার্থ স্বীকার করেছেন। কিরণাবলীকার উদয়নাচার্য বলেন অভাব পদার্থ হলেও অভাবের জ্ঞান বা নিরূপণ তার প্রতিযোগির জ্ঞানের বা নিরূপণের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে স্বতন্ত্রভাবে অভাবের জ্ঞান হয় না অর্থাৎ 'অভাব' শব্দ প্রয়োগ করে কোন কিছুকে বোঝানো যায় না। দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের কোন একটি উল্লেখ বা নিরূপণ না করে অভাবকে বোঝানো যায় না। তাই ভাব পদার্থের নিরূপণের দ্বারাই অভাব পদার্থ নিরূপিত হয়ে যায়। কেননা, দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থ হল অভাবের প্রতিযোগি। উদয়নাচার্য বলেন উক্ত কারণেই সূত্রকার ও ভাষ্যকার অভাবের স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেননি, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অভাবকে সৎরূপে তথা পদার্থ রূপে স্বীকার করেননি। এছাড়াও নব্যবৈশেষিক শিবাদিত্য মিশ্র অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে উল্লেখ করে তার লক্ষণ দিতে গিয়ে *সপ্তপদার্থী* গ্রন্থে ৭৭ নং সূত্রে বলেছেন— "প্রতিযোগিজ্ঞানাধীনজ্ঞানোহভাব"[৪]। অর্থাৎ প্রতিযোগি পদার্থের জ্ঞানাধীন যে পদার্থের জ্ঞান, সেই পদার্থই হল অভাব।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন অভাবের লক্ষণ দিতে গিয়ে *সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে* ১২ নং কারিকায় বলেছেন— "অভাবত্বম্ দ্রব্যাদিষটকান্যোন্যাভাবত্বম্"[৫]। অর্থাৎ যে পদার্থে দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের অন্যোন্যাভাব তথা ভেদ আছে, তাই হল অভাব পদার্থ। দ্রবাদি ছয়টি ভাব পদার্থে নিজ নিজ ভেদ ছাড়া 'দ্রব্য নয়', 'গুণ নয়'— এইভাবে কেবল ভাব পদার্থের পাঁচটি ভেদই আছে, ছয়টি ভেদ নেই। একমাত্র অভাবেই ছয়টি ভাবপদার্থের ভেদ আছে। তাই দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের অন্যোন্যাভাববোধক পদার্থ হল অভাব।

এখন প্রশ্ন হল অভাবের কি কোন প্রকার আছে? কেননা অভাব তো মূর্ত বিষয় নয়। এর উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন অভাব মূর্ত না হলেও কিংবা মূর্তি না থাকলেও প্রতিযোগির ভেদে, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক

---

[১] মহর্ষি, কণাদ. *বৈশেষিক সূত্র.* মহাদেব গঙ্গাধর বাক্রে (সম্পাদিত), ১/২/১

[২] তদেব ৯/১/১

[৩] মহর্ষি, গৌতম. *ন্যায় সূত্র.* গঙ্গানাথ ঝা ও ঢুন্ডিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাদিত), ২/২/৭

[৪] শিবাদিত্য, মিশ্র. *সপ্তপদার্থী.* জয় ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), পৃ. ৬৬.

[৫] ন্যায়-পঞ্চানন, বিশ্বনাথ. *ভাষাপরিচ্ছেদ.* শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ (সম্পাদিত), পৃ. ৪০.

ধর্মের ভেদে এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের ভেদে অভাবের নানা প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের মতে অভাব প্রধানত দুই প্রকার— সংসর্গাভাব এবং অন্যোন্যাভাব।

অন্যোন্যাভাব: অন্যোন্যাভাব[৬] হল দুটি বস্তুর মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের (অভিন্ন সম্বন্ধের) অভাব। অন্নংভট্টের মতে, যে অভাবের প্রতিযোগি তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা নিষিদ্ধ হয় তাই হল অন্যোন্যাভাব।[৭] আবার বিশ্বনাথ বলেছেন, যে অভাবের প্রতিযোগি তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তাই হল অন্যোন্যাভাব।[৮] অর্থাৎ এইরূপ অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগি তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা নিষিদ্ধ বা অবচ্ছিন্ন হয়। "ঘট পট নয়"— এক্ষেত্রে ঘট ও পটের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের অভাবের কথা বলা হয়েছে। তাই ঘটে পটের অভাব হল অন্যোন্যাভাব। কারণ ঘট ও পট দুটি ভিন্ন বস্তু, তাই তাদের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকতে পারে না। এই জন্য ঘট ও পটের মধ্যে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের পারস্পরিক অভাব আছে। ঘট হল অনুযোগি এবং পট হল প্রতিযোগি। প্রসঙ্গত এরূপ অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিটি কি হবে— তা নিয়ে প্রাচীন ও নব্যদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। প্রাচীন মতে অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগি হল তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। কিন্তু নব্য মতে অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগি হবে বস্তু, তাদাত্ম্য সমন্ধ নয়। যাইহোক "ঘট পট নয়"— এক্ষেত্রে প্রতিযোগি পট অনুযোগি ঘটে তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবছিন্ন হয়, তাই এই ধরনের অভাব হল অন্যোন্যাভাব। এই অন্যোন্যাভাব অভাব হল এক এবং নিত্য।

সংসর্গাভাব: ন্যায়-বৈশেষিক মতে অন্যোন্যাভাব ভিন্ন অভাব হল সংসর্গাভাব।[৯] একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর সংসর্গের[১০] (তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ভিন্ন সম্বন্ধ) অভাব হল সংসর্গাভাব। "ঘটে জল নেই", "বায়ুতে রূপ নেই" ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে অভাবের কথা বলা হয় তা হল সংসর্গাভাব। "ঘটে জল নেই" যখন বলা হয় তখন ঘটে জলের সংযোগ তথা সংসর্গের অভাবের কথা বলা হয়, তাই এই ধরনের অভাবকে সংসর্গাভাব বলা হয়। এক কথায় বলতে গেলে কোন কিছুতে অন্য কিছুর অভাব হল সংসর্গাভাব। এই সংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার— প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাব: কোন একটি বস্তু উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেই বস্তুটির যে অভাব তা হল প্রাগভাব।[১১] মৃত্তিকাতে ঘটের অভাবকে প্রাগভাব বলা হয়। ঘট সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে মৃত্তিকাতে ঘট কখনোই থাকে না, তাই মৃত্তিকাতে ঘটের অভাব হল প্রাগভাব। এক্ষেত্রে যে সম্বন্ধের অভাব আছে তা হল সমবায় সম্বন্ধের অভাব। কারণ ঘট মৃত্তিকাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। প্রাগভাবের উৎপত্তি বা আদি নেই, কিন্তু বিনাশ আছে। ন্যায়-বৈশেষিকরা প্রাগভাবকে যে কোনো কার্যের কারণ বলে স্বীকার করেছেন। যেমন- একটি পট উৎপন্ন হবার পূর্বে, সেই পটের প্রাগভাব সর্বদাই থাকে। কেননা, যা পূর্বে ছিল না তারই উৎপত্তি হয়। সুতরাং কোন একটি কার্যের উৎপত্তির ক্ষেত্রে তার প্রাগভাবের নিয়ত অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। এজন্য যে কোন কার্যের উৎপত্তিতে তার

---

[৬] 'অন্যোন্য' শব্দের অর্থ হল পরস্পর। যে দুটি পদার্থের মধ্যে পরস্পর অভাবের প্রতিযোগি ও অনুযোগি হতে পারে, সেই অভাব অন্যোন্যাভাব।

[৭] তাদাত্ম্যাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবোহন্যোন্যভাবঃ। — অন্নংভট্ট. *তর্কসংগ্রহ.* শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), পৃ. ৬০১.

[৮] ন্যায়-পঞ্চানন, বিশ্বনাথ. *ভাষাপরিচ্ছেদ.* শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ (সম্পাদিত), পৃ. ৪০.

[৯] সংসর্গভাবত্বমন্যোন্যাভাবভিন্নাভাবত্বম্। ন্যায়-পঞ্চানন, বিশ্বনাথ. *ভাষাপরিচ্ছেদ.* শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ (সম্পাদিত), পৃ. ৪০.

[১০] 'সংসৃজ্যতে একং বস্তু অন্যবস্তুনা আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গ'। অর্থাৎ যার দ্বারা একটি বস্তু অন্য বস্তুর আশ্রয় হয়, তাকে বলা হয় সংসর্গ; যেমন- সংযোগ, সমবায় ইত্যাদি।

[১১] অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ, উৎপত্তেঃ পূর্বং কার্যস্য। অন্নংভট্ট. *তর্কসংগ্রহ.* শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত), পৃ. ৬০১.

প্রাগভাবকে কারণ বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিকরা যে কোন কার্যের উৎপত্তিতে তার প্রাগভাবকে কারণ বলে স্বীকার করাই তাঁদের কার্য-কারণ সম্পর্কিত মতবাদ অসৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ধ্বংসাভাব: কোন একটি উৎপন্ন বস্তু তথা কার্যবস্তু (উৎপন্ন হওয়া মানেই কার্য) ধ্বংস বা বিনাশ হবার পর ওই বস্তুটির যে অভাব শুরু হয় তা হল ধ্বংসাভাব।[১২] যেমন- যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন জগতে ওই ব্যক্তির যে অভাব অনুভূত হয় তা হল ধ্বংসাভাব। এই ধ্বংসাভাবের শুরু আছে, কেননা একটি বস্তু কোন এক বিশেষ সময়ে বিনাশ বা ধ্বংস হয়। কিন্তু ধ্বংসাভাব অনন্ত অর্থাৎ এর কোন শেষ নেই। কারণ যে বস্তুর বিনাশ হয় তার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা জানি যে, প্রাগভাব তার প্রতিযোগির জনক (কারণ) হয়। কিন্তু ধ্বংসাভাব তার প্রতিযোগির দ্বারা জন্য (উৎপন্ন) হয়। যেমন- পটের বিনষ্ট হওয়ার কারণ পট নিজেই।

অত্যন্তাভাব: কোন একটি বস্তুতে অন্য আরেকটি বস্তুর যে চিরকালীন অভাব তাই হল অত্যন্তাভাব।[১৩] 'অতি' ও 'অন্ত' দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'অত্যন্ত' শব্দটি গঠিত হয়। 'অতি' শব্দের অর্থ অতিক্রান্তি। 'অন্ত' শব্দের অর্থ হল অভাব। অর্থাৎ যে অভাবটি নিজের অভাবকে অতিক্রান্ত করেছে তাই হল অত্যন্তাভাব। অন্যভাবে বললে যে অভাবের কোনদিন অভাব হয় না তাই হল অত্যন্তাভাব। "বায়ুতে রূপের অভাব", "জলে গন্ধের অভাব" হল অত্যন্তাভাব। এই অভাবের কোন আদি অথবা অন্ত নেই। এই অভাব হল নিত্য। তাই এই অভাবকে বলা হয় ত্রিকালীন অভাব। কিন্তু সমস্যা হল অনেক ন্যায়-বৈশেষিকগণ, যেমন, অন্নংভট্ট 'বায়ুতে রূপের অভাব' বা 'জলে গন্ধের অভাব' ইত্যাদিকে অত্যন্তাভাব না বলে 'ভূতলে ঘটাভাব'কে অত্যন্তাভাব বলেছেন। কিন্তু 'ভূতলে ঘটাভাব'কে কী করে নিত্য বলা যাবে? কারণ বর্তমানে যে ভূতলে ঘটাভাব আছে, ভবিষ্যতে সেই ভূতলে একটি ঘট আনলে, ঐ ভূতলে আর ঘটাভাব থাকবে না; ফলে ঐ ভূতলে যে ঘটাভাব তাকে নিত্য বলা যাবে না। অভাবটি নিত্য না হলে তাকে অত্যন্তাভাব বলাও যাবে না। এই কারণে কোন কোন ন্যায়-বৈশেষিকগণ তিন প্রকার সংসর্গাভাবের পরিবর্তে চতুর্থ আর এক প্রকার সংসর্গাভাব— সাময়িক অভাবের কথা বলেছেন। 'ভূতলে ঘটাভাব', টেবিলে বইের অভাব হল সাময়িক অভাব।

ভারতীয় দর্শনে ন্যায়-বৈশেষিক ব্যতীত অভাবের আলোচনার স্থান যে সমস্ত দর্শন সম্প্রদায়ের পেয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল মীমাংসা দর্শন।। মীমাংসা দর্শনে মোট তিনটি সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়— প্রভাকর সম্প্রদায়, ভাট্ট সম্প্রদায় ও মিশ্র সম্প্রদায়। ভাট্ট মীমাংসাগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেন, কিন্তু প্রভাকর মীমাংসাগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেন না।

প্রভাকর মীমাংসাগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার না করে, অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলেছেন। "ভূতলে ঘট নেই"— এরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে চক্ষুর সংযোগের দ্বারা আমরা ভূতল ছাড়া আর কিছুই দেখি না। এই ভূতল হল ভাব পদার্থ, ভূতল ছাড়া ঘটের না থাকার প্রত্যক্ষ হয় না। এই ভূতল হল অধিকরণ। কোন বস্তুর অভাব সব সময় কোনো না কোনো অধিকরণে হয়। তাই অভাবের জ্ঞান যে অধিকরণে হয় অভাব সেই অধিকরণস্বরূপ। ঘটের অভাবকে যখন ভূতল স্বরূপ বলা হয়, তখন অধিকরণে অর্থাৎ ভূতলের তৎকালীন (ঠিক সেই সময়ের) স্বরূপ (যেরূপ আছে) তাকে বুঝতে হবে। "ভূতলে ঘট নেই"— এই জ্ঞানের প্রতীতির যে বিষয় তাহল নাস্তিত্ব তথা অভাব, তা শুধুমাত্র ঘটের সংযোগ না থাকাকালীন ভূতল, তাছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এইভাবে অভাবকে বুঝলে অভাবকে অধিকরণস্বরূপ ছাড়া অতিরিক্ত পদার্থ বলে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

---

[১২] সাদিরনন্তঃ ধ্বংস উৎপত্ত্যনন্তরং কার্যস্য। তদেব, পৃ. ৬০০

[১৩] ত্রৈকালিকসংসর্গাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকোহত্যন্তাভাব। তদেব, পৃ. ৬০০

ন্যায়-বৈশেষিকগণ উক্ত মতের বিরোধিতা করে বলেন যে— অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বললে গৌরব দোষ হবে, কিন্তু যদি অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বলে স্বীকার করা হয়; তাহলে আর গৌরব দোষ হবে না। কারণ একই অভাব অধিকরণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অভাবে পরিণত হবে। অর্থাৎ ঐ একটি অভাব বহু অভাবে পরিণত হবে, ফলে গৌরব দোষ হবে। ঘটাভাবকে অধিকরণস্বরূপ বললে ভূতলে ঘটাভাবকে ভূতলস্বরূপ, টেবিলে ঘটাভাবকে টেবিলস্বরূপ, আকাশে ঘটাভাবকে আকাশস্বরূপ বলতে হবে। ফলে একই ঘটাভাব অধিকরণভেদে বহু তথা অনন্ত অভাবে পরিণত হবে। কিন্তু অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ বললে আর গৌরব দোষ হবে না। কেননা একই অভাবকে বহু বলে স্বীকার করতে হয় না, বরং বলা যায় যে একই ঘটাভাব ভূতলে আছে, টেবিলে আছে, আকাশে আছে ইত্যাদি। অভাবের নিরূপণের জন্য অধিকরণ অপেক্ষিত হয় ঠিকই, কিন্তু অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন হয় না। ঘটাভাব যতগুলি অধিকরণে থাকুক না কেন, ঘটাভাব তো একটিই, বহু নয়।

তাছাড়া অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বললে সার্বজনীন প্রত্যক্ষসিদ্ধ নিয়মটি ব্যাহত হবে। সার্বজনীন প্রত্যক্ষসিদ্ধ নিয়মটি হল— যে পদার্থ বা বস্তু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়, তার অভাবও সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। যেমন ঘটকে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি তাই, তার অভাবও সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয়। এখন অভাব যদি অধিকরণস্বরূপ হয় তাহলে বায়ুতে রূপের অভাব বায়ুস্বরূপ হবে। সার্বজনীন প্রত্যক্ষের নিয়ম অনুসারে রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয় হওয়ায় রূপাভাবও চক্ষুরিন্দ্রিয় হবে। কিন্তু বায়ু চক্ষুরিন্দ্রিয় নয়, স্পর্শেন্দ্রিয়। ফলে স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা বায়ুস্বরূপ রূপের প্রত্যক্ষ স্বীকার করতে হবে। আর এরূপ প্রত্যক্ষ স্বীকার করলে প্রত্যক্ষের সার্বজনীন নিয়মটি ব্যাহত হবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে প্রভাকরের মত অনুযায়ী অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ না বলে অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করাই শ্রেয়।

আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানলাম যে প্রভাকর সম্প্রদায় অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থের রূপে স্বীকার করেননি। কিন্তু মীমাংসা দর্শনে অন্য একটি সম্প্রদায় ভাট্ট সম্প্রদায় অভাবকে ন্যায়-বৈশেষিকদের ন্যায় স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেছেন। কুমারিল ভট্ট তাঁর *শ্লোকবার্তিক* গ্রন্থে অভাবপরিচ্ছেদে 'অভাব'কে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করেছেন। ভাট্ট মতে ভাব পদার্থের ন্যায় অভাব একটি প্রমেয় পদার্থ। ভাট্ট মীমাংসকগণ অভাব পদার্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— "অভাবোহপি প্রমাণাভাবো নাস্তীত্যস্যাসন্নিসৃষ্টস্য" (১/১/৫)।[১৪]— এই শ্লোকটি অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করার প্রমাণ। 'দুধে দধি নেই'- এইরূপ প্রমা জ্ঞানের বিষয়কে প্রাগাভাব বলা হয়েছে। আবার 'দধিতে দুধ নেই'- এই রূপ প্রতীতির বিষয়কে ধ্বংসাভাব বলা হয়েছে। অশ্বতে গরু প্রভৃতির অভাব আছে- এইরূপ জ্ঞানের বিষয়কে অন্যোন্যাভাব বলা হয়েছে।

ন্যায় বৈশেষিকগণ ও ভাট্ট মীমাংসক মতে অভাব হল একটি প্রমেয় পদার্থ অর্থাৎ অভাব জ্ঞানের বিষয় হয়। অন্যভাবে বললে অভাবের জ্ঞান আমাদের হয়। এখন প্রশ্ন হল অভাব জ্ঞানের গ্রাহক কোন প্রমাণকে বলা হবে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ না এদের অতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ? অন্যভাবে বললে অভাব জ্ঞানের করণ কি? এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে ন্যায়-বৈশেষিক ও ভাট্ট মীমাংসকদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে অভাব জ্ঞানের গ্রাহক হল প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ। আর ভাট্ট মতে অভাব জ্ঞানের গ্রাহক হল অনুপলব্ধি প্রমাণ। প্রসঙ্গত প্রভাকর মীমাংসক অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরূপে স্বীকার করেন না, তাই অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রূপে কোন প্রমাণও স্বীকার করেন না। ভাট্ট মতে যেসকল প্রমাণের দ্বারা ভাবপদার্থের জ্ঞান লব্ধ হয় সেই সকল প্রমাণের দ্বারা অভাবের জ্ঞান কখনোই হতে পারে না। তাঁদের মতে ভাব পদার্থের

[১৪] শবরস্বামী. *শবরভাষ্য.* রত্নগোপাল ভট্ট (সম্পাদিত), পৃ. ৮

গ্রাহক ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের দ্বারাই অভাবের জ্ঞান হয়। এইজন্য তাঁরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি প্রমাণ ভিন্ন অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করেছেন।

ভাট্ট মতে অভাব যেহেতু ভাব পদার্থ নয়, সেজন্য অভাবের সাথে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হতে পারে না। ভাব পদার্থের সাথে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হয়। যদি অভাব পদার্থের সাথে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না হয় তাহলে অভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্য হতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হল ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ। অভাবের জ্ঞান অনুমান জন্য নয়, কেননা অনুমান প্রমাণ হল পরামর্শজন্য। কিন্তু অভাবের জ্ঞান পরামর্শ জন্য নয়। আবার সাদৃশ্য জ্ঞাননির্ভর না হওয়ায় অভাবের জ্ঞানকে উপমান জন্য উপমিতিও বলা যাবে না। আপ্তব্যক্তির বাক্য থেকে যেহেতু অভাবের জ্ঞান হয় না সেহেতু অভাবের জ্ঞান শাব্দিকও নয়। সুতরাং অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রুপে প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করতেই হয়।

উপলব্ধির অভাবকে বলা হয় অনুপলব্ধি। কোন বস্তু উপস্থিত থাকলে অন্যান্য সহকারী কারণের সহায়তায় বস্তুটির উপলব্ধি হয়, কিন্তু বস্তুটি অনুপস্থিত থাকলে বা তার অভাব থাকলে সহকারী কারণ নিশ্চয়ের বিদ্যমানতার সত্ত্বেও যদি উপলব্ধি না হয় তাহলে বস্তুটির এইরূপ উপলব্ধির অভাবকে বলা হয় অনুপলব্ধি। কোন বিষয়ের অনুপলব্ধির দ্বারা তার অভাব সিদ্ধ হয়। তবে ভাট্ট মতে যে কোন অনুপলব্ধি অভাব জ্ঞানের গ্রাহক হতে পারে না। যে অনুপলব্ধি যোগ্য সেই অনুপলব্ধি অভাব জ্ঞানের গ্রাহক হতে পারে। অনুপলব্ধি যোগ্য ও অযোগ্য উভয়ই হতে পারে। অন্ধকার কক্ষে ভূতলে ঘটের অনুপলব্ধি যোগ্য অনুপলব্ধি নয়। কোন স্থানে কোন পদার্থের থাকা সত্ত্বেও যদি তার উপলব্ধি না হয় তাহলে সেই অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি নয়। তাছাড়া তাঁদের মতে অতীন্দ্রিয় পদার্থের যোগ্যানুপলব্ধি হয় না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় যে যোগ্যানুপলব্ধি কিরূপে সম্ভব হবে? যোগ্যানুপলব্ধি তখনই সম্ভব হবে যখন অভাবের প্রতিযোগির উপলব্ধির সমস্ত অনুকূল শর্তগুলি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগির উপলব্ধি না হয়ে অনুপলব্ধি হয়। অভাবের জ্ঞান হতে গেলে তার প্রতিযোগির জ্ঞান তথা উপলব্ধি থাকা প্রয়োজন। কোন প্রতিযোগির উপলব্ধির জন্য অনুকূল শর্ত সমূহ হল— ঐ প্রতিযোগির উপস্থিতি, নৈকট্য, ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয়-মন সংযোগ এবং পর্যাপ্ত আলো ইত্যাদি। এই সমস্ত অনুকূল শর্তগুলি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি প্রতিযোগির উপলব্ধি না হয় তাহলে তা হবে যোগ্যানুপলব্ধি। আর এই যোগ্যানুপলব্ধি হল অভাবজ্ঞানের গ্রাহক। যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগি হল ঘট। ঘটের উপলব্ধির অনুকূল শর্তসমূহ হল ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ, আলোক-সংযোগ, চক্ষু-মন সংযোগ ইত্যাদি— থাকা সত্ত্বেও ঘটের উপলব্ধি না হওয়াই হল ঘটের অনুপলব্ধির যোগ্যতা। আর ঘটের এই যোগ্যানুপলব্ধি হল ঘটাভাব জ্ঞানের গ্রাহক।

ন্যায় বৈশেষিকগণ অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রূপে অনুপলুব্ধি প্রমাণ স্বীকার করেননি। নৈয়ায়িক মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই অভাব জ্ঞানের লব্ধ হয়। অভাব প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষ্যতা বা বিশেষণতা নামক সন্নিকর্ষ হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা অভাবের প্রতীতি সম্ভব। যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায়, তেমনি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা "এই ভূতলের ঘট নেই"— এইরূপ অভাবের অপরোক্ষ জ্ঞান আমাদের হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যেমন ভূতলের জ্ঞান হয়, তেমনি একইভাবে অভাবের জ্ঞানও হয়। যদি বলা হয় যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল ভূতলের জ্ঞান হয়, অভাবের জ্ঞান হয় না; তাহলে ভূতলের জ্ঞানের কোন প্রমাণ থাকবে না। "ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল"- এরূপ জ্ঞানের অভাবের স্থলে ঘটাভাব হল বিশেষণ এবং ভূতল হল বিশেষ্য। বিশিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষণের জ্ঞান পূর্বে হয় এবং বিশেষ্যের জ্ঞান পরে হয়। তাই বিশিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূতলের পূর্বভাবী ঘটজ্ঞানের কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন ভূতলের প্রত্যক্ষ হয় তেমনি ভূতলের বিশেষণ অভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়।

বাচস্পতি মিশ্র অভাব যে প্রত্যক্ষযোগ্য তা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন— অভাব কখনো বিশেষণতা বা কখনো বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষের দ্বারা জ্ঞাত হয়। "ঘটাভাববৎ ভূতলম"- এর ক্ষেত্রে বিশেষণতা সন্নিকর্ষের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে ভূতল হল বিশেষ্য ও ঘটাভাব হল তার বিশেষণ। ভূতলের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হলে ভূতলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ঘটাভাব ঐ ভূতলের বিশেষণ এবং বিশেষণতা সন্নিকর্ষে ঘটাভাবটি বিশেষ্য ভূতলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তাই চক্ষুসংযুক্ত বিশেষণতা সন্নিকর্ষের ফলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। আবার "ভূতলে ঘটাভাব"- এর ক্ষেত্রে বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এখানে ঘটাভাব হল বিশেষ্য এবং ভূতল হল বিশেষণ। ঘটাভাবের অধিকরণ ভূতলের সঙ্গে প্রথমে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়। এবং ঐ ভূতলে ঘটের অভাব বিশেষ্যতা সম্বন্ধে যুক্ত থাকে। ফলে চক্ষুসংযুক্ত বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষের দ্বারা ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। তবে উল্লেখ্য যে বিশেষণতা সন্নিকর্ষকে নৈয়ায়িকরা অধিকরণ প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষের ভেদ অনুযায়ী অভাব প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বলেছেন। যেমন— সংযুক্ত-বিশেষণতা, সংযুক্ত-সমবেত বিশেষণতা, সংযুক্ত-সমবেত সমবেত বিশেষণতা ইত্যাদি। কেননা নৈয়ায়িকদের মতে অভাবের সাথে অধিকরণের বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধ আছে।

ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন, ন্যায়-বৈশেষিকগণরা অনুপলব্ধিকে যে অভাব জ্ঞানের কারণ বলেছেন— তা যুক্তিযুক্ত নয়। বস্তুতপক্ষে অনুপলব্ধি অভাবজ্ঞানের কারণ নয়, করণ। নৈয়ায়িকরা বলেন উন্মীলিত চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি চক্ষুর দ্বারা ভূতলে ঘট নেই- তা যেমন জানতে পারে, ঠিক সেইভাবে অন্ধ ব্যক্তি ভূতলে ঘট আছে কি না নেই তা জানতে পারে না। সুতরাং বলতে হয় যে অভাব জ্ঞান হল ইন্দ্রিয়জন্য। এর উত্তরে ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন অধিকরণের জ্ঞান ও প্রতিযোগির স্মরণের পর অভাবের মানস জ্ঞান জন্মায়। যে ব্যক্তির কাছে ভূতল জ্ঞাত হয় সেই ব্যক্তির কাছেই ঘট দৃশ্য হয়, উন্মীলিত চক্ষুবিশিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে নয়। তাই দৃশ্যের অদর্শনের জন্য ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা থাকে, অভাবজ্ঞানের জন্য নয়। তাছাড়া ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেছেন যে— নৈয়াকিয়রা যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব সন্নিকর্ষের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষের কথা বলেছেন তা যথার্থ নয়। কারণ বিশেষ্য-বিশেষণভাবকে সন্নিকর্ষ বলা যায় না। 'সন্নিকর্ষ' বলতে 'সম্বন্ধ'কে বোঝায়। তাই সংযোগ সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধ হল সন্নিকর্ষ। কিন্তু বিশেষ্য-বিশেষণভাবকে সম্বন্ধ বলা যায় না। কেননা কোনো দুটি বিষয়ের মধ্যে 'সম্বন্ধ' আছে তখনই বলা যাবে, যখন তিনটি শর্ত পূরণ হবে— ১) সম্বন্ধ দ্বিনিষ্ঠ হবে। ২) সম্বন্ধ যাদের মধ্যে থাকবে, তারা সেই সম্বন্ধ থেকে ভিন্ন হবে। এবং ৩) সম্বন্ধ এক হবে। এই তিনটির মধ্যে যদি কোন একটি না থাকে তাহলে সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। যেমন- বৃক্ষের সাথে বানরের সংযোগ সম্বন্ধ হয়। এই সংযোগ বৃক্ষ ও বানর উভয়েই আশ্রিত অর্থাৎ দ্বিনিষ্ঠ। বৃক্ষ ও বানর উভয়ই সংযোগ সম্বন্ধ থেকে ভিন্ন। এবং এই সংযোগ একই। তাই বৃক্ষের সাথে বানরের সংযোগটিকে 'সম্বন্ধ' বলা হয়। কিন্তু উক্ত তিনটি শর্ত বা বিষয় বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধে থাকে না, তাই বিশেষ্য-বিশেষণভাবকে 'সম্বন্ধ' বলা যায় না। কেননা, বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা ভিন্ন হওয়ায় বিশেষ্য-বিশেষণভাব এক হতে পারে না। কারণ বিশেষ্যতা বিশেষ্য থাকে এবং বিশেষণতা বিশেষণে থাকে। আবার বিশেষ্য-বিশেষণতা সম্বন্ধটি বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা এই দুটি সম্বন্ধী থেকে ভিন্ন নয়। কেননা বিশেষ্যতা ও বিশেষণতা হল যথাক্রমে বিশেষ্য ও বিশেষণ স্বরূপ। এজন্য ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন যেহেতু বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ নয় সেহেতু তা অভাবের গ্রাহক হতে পারে না।

এর উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে— বিশেষ্য-বিশেষণভাব সম্বন্ধ না হলেও বিশেষ্যতা ও বিশেষণতার দ্বারা অভাবের জ্ঞান হতে পারে। তাছাড়া নৈয়ায়িকরা নিজেরাই বিশেষ্য-বিশেষণভাবকে অতিরিক্ত সম্বন্ধ বলেন না, বিশেষ্য-বিশেষণ স্বরূপ বলেন। যে অভাবে বিশেষণতা বা বিশেষ্যতা থাকে সেই অভাবই গৃহীত হয়, অন্য

কোন অভাব গৃহীত হয় না।— এই রূপ স্বীকার করলে অনুপলব্ধি প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই, বিশেষ্যতা ও বিশেষণতার দ্বারাই অভাবের জ্ঞান হবে।

আচার্য উদয়ন ও অন্নংভট্ট উভয়ই বলেছেন যে— অনুপলব্ধি হল অভাব জ্ঞানের সহকারী কারণ এবং ইন্দ্রিয় হল কারণ। আমরা জানি যে অভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় এবং অনুপলব্ধি উভয়েই যে কারণ তা অন্বয়-ব্যতিরেক পদ্ধতির দ্বারা জানা যায়। এবং একই সাথে আমরা এটাও জানি যে, ইন্দ্রিয় হল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ। এখন প্রত্যক্ষকে অভাবজ্ঞানের করণ বলা হয়, তাহলে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করা প্রয়োজন হয় না। কেননা অভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপলব্ধির মতোই ইন্দ্রিয়ও কারণ। সুতরাং অনুপলব্ধি নয়, ইন্দ্রিয় হল অভাব জ্ঞানের গ্রাহক।

এ পর্যন্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে ভারতীয় দর্শনে অভাব পদার্থের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। অভাব পদার্থ সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিকগণ ও মীমাংসকদের মতবাদের মধ্যে যেমন কিছু সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি আবার মতপার্থক্যও রয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিকগণ ও ভাট্ট মীমাংসকগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রুপে স্বীকার করেছেন। আবার ন্যায়-বৈশেষিকগণ ও প্রভাকর মীমাংসক অভাবের গ্রাহকরুপে অনুপলব্ধি প্রমাণকে স্বীকার করেননি। তবে ন্যায়-বৈশেষিকগণ ও মীমাংসকদের মধ্যে মতপার্থক্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। ন্যায়-বৈশেষিকগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরুপে স্বীকার করেছে, কিন্তু প্রভাকর মীমাংসক অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থরুপে স্বীকার করেননি। একইভাবে ন্যায়-বৈশেষিকগণ অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রূপে প্রত্যক্ষকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন, কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকগণ অভাব জ্ঞানের গ্রাহক রুপে অনুপলব্ধিকে প্রমাণ রূপে স্বীকার করেছেন।

এখন প্রশ্ন হল অভাব পদার্থ সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিকগণ মতটি গ্রহণযোগ্য না কি মীমাংসকদের মতটি গ্রহণযোগ্য? আমরা জানি ন্যায়-বৈশেষিকগণ প্রমাণসংপ্লবাদী। তাই তাঁরা মনে করেন একই বিষয়কে একাধিক প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। এইজন্য অভাবকে কিভাবে জানা যাবে বা অভাবের জ্ঞান কিভাবে হবে— তার আলোচনা করতে গিয়ে ন্যায়-বৈশেষিকগণ বলেন অভাবকে প্রধানত প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। কিন্তু তাঁরা অভাবকে কখনো অনুমান প্রমাণগ্রাহ্য, আবার কখনো শব্দ প্রমাণ গ্রাহ্য বলেছেন। এমনকি অভাব প্রত্যক্ষে যে বিশেষণতা সন্নিকর্ষের কথা বলা হয়েছে তাও বিভিন্ন প্রকারের। তাঁরা অধিকরণ প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ ভেদ অনুযায়ী অভাব প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণতা সন্নিকর্ষ মেনেছেন। সেই ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণতা সন্নিকর্ষ হল— সংযুক্ত-বিশেষণতা, সংযুক্ত সমবেত-বিশেষণতা, সংযুক্ত সমবেত-সমবেত-বিশেষণতা, সমবেত-বিশেষণতা ও সমবেত সমবেত-বিশেষণতা প্রভৃতি। যেমন- "ভূতলে ঘটাভাব" সংযুক্ত-বিশেষণতা, সংখ্যাদিতে রূপাদির অভাব সংযুক্ত সমবেত-বিশেষণতা। অর্থাৎ বলা যায় যে ন্যায়-বৈশেষিকগণ অভাব প্রত্যক্ষে নানা প্রমাণ স্বীকার করেছেন।

মীমাংসাগণ বিশেষত ভাট্ট মীমাংসক অভাবের গ্রাহক রূপে নানা প্রমাণ বা একই প্রমাণের নানা প্রকার স্বীকার করেননি, অভাবের গ্রাহক রুপে একটি প্রমাণ অর্থাৎ অনুপলব্ধি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে অভাব যেহেতু ভাব ভিন্ন পদার্থ, সেহেতু ভাব পদার্থের গ্রাহক প্রমাণগুলি ভিন্ন অন্য একটি প্রমাণ স্বীকার করাই শ্রেয়।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমার কাছে ন্যায়-বৈশেষিকদের তুলনায় ভাট্ট মীমাংসকদের মতটি বেশি গ্রহণীয় ও সহজ সরল বলে মনে হয়েছে।কারণ আমরা জানি জগতের প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেকটি কার্যের জন্য বিশেষ বিশেষ কারণের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন পটরূপ কার্যের বিশেষ কারণ হল তন্তু। একইভাবে অভাবের জ্ঞানরূপ (যেহেতু জ্ঞান উৎপন্ন হয়) কার্যেরও একটি বিশেষ কারণ থাকা দরকার। ন্যায়-বৈশেষিকদের মতবাদ মানলে বিশেষ কারণ ব্যবস্থা থাকে না। তাঁদের মতে অভাব কখনো

প্রত্যক্ষযোগ্য কখনো অনুমানযোগ্য আবার কখনো শব্দ প্রমাণযোগ্য। কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকদের মতবাদ স্বীকার করলে কোন সমস্যা হয় না। কারণ তাঁরা অভাবের জ্ঞানরূপ কার্যের বিশেষ কারণ রূপে অনুপলব্ধি প্রমাণকে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া ন্যায়-বৈশেষিকদের মতবাদ স্বীকার করলে নানা ধরনের অভাবের জ্ঞানের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিশেষণতা সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ভাট্ট মীমাংসকদের মতবাদ স্বীকার করলে নানা ধরনের অভাবের জ্ঞানের জন্য নানা প্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না, অনুপলব্ধি প্রমাণের দ্বারাই জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি বিশেষ প্রমাণের দ্বারাই নানা ধরনের অভাবের জ্ঞান আমাদের হয়। তাই ভাট্ট মীমাংসকদের মতবাদটি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Dasgupta, Surendranath. A History of Indian Philosophy (Vol. 1). Motilal Banarsidass Publishing House, Delhi, 2015.

২. Sharma, Chandradhar. A Critical Survey of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass Publishing House, Delhi, 1960.

৩. উদয়ানাচার্য। কিরণাবলী। গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পাদিত)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯১।

৪. চক্রবর্তী, নিরদবরণ। ভারতীয় দর্শন। দত্ত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

৫. ন্যায়-পঞ্চানন, বিশ্বনাথ। ভাষাপরিচ্ছেদ। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ (সম্পাদিত)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮০।

৬. ভট্ট, অন্নং। তর্কসংগ্রহ। শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পাদিত)। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।

৭. ভট্টাচার্য্য, করুণা। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১৩।

৮. ভট্ট, কুমারিল। শ্লোকবার্তিক। দ্বারিকাদাস (সম্পাদিত)। তারা পাবলিকেশন, বারাণসী, ১৯৭৮।

৯. ভট্ট, নারায়ণ। মানোমেয়দয়ঃ। শ্রী দীননাথ ত্রিপাঠী (সম্পাদিত)। সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৮৯।

১০. মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার। ভারতীয় দর্শন। প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯.

১১. মহর্ষি, কণাদ। বৈশেষিক সূত্র। মহাদেব গঙ্গাধর বাক্রে (সম্পাদিত)। দ্য গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস, মুম্বাই, ১৯১৩।

১২. মহর্ষি, গৌতম. ন্যায় সূত্র. গঙ্গানাথ ঝা ও ঢুন্ডিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাদিত). বিদ্যাবিলাস প্রেস, বেনারস, ১৯২৫.

১৩. মিশ্র, শিবাদিত্য। সপ্তপদার্থী। জয় ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০১০।

১৪. শবরস্বামী, শবরভাষ্য। রত্নগোপাল ভট্ট (সম্পাদিত)। বিদ্যাবিলাস প্রেস, বেনারস, ১৯১০।